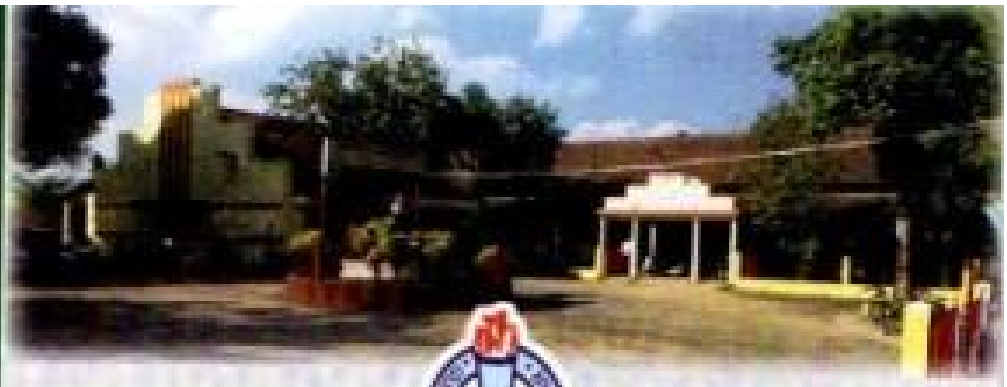

গুরুচরণ কলেজ

(রাষ্ট্রীয় মূল্যায়ন এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিরূপন পরিষদ কর্তৃক 'A'-গ্রেড প্রাপ্ত।)

শিলচর - ৭৮৮০০৪

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ-এর অর্থানুকূল্যে

আয়োজিত

দুই-দিবসীয় জাতীয় পর্যায়ের আলোচনাচক্র

বিষয় :

উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা কথাসাহিত্য : ইতিহাস ও সমাজভাবনার প্রেক্ষিতে

তারিখ :

২২ ও ২৩ মে, ২০১৭ খ্রিঃ

আয়োজক :

বাংলা বিভাগ,

গুরুচরণ কলেজ, শিলচর - ৭৮৮০০৪, আসাম

সহযোগিতায় :

নেহরু কলেজ,

পয়লাপুল, কাছাড়, আসাম

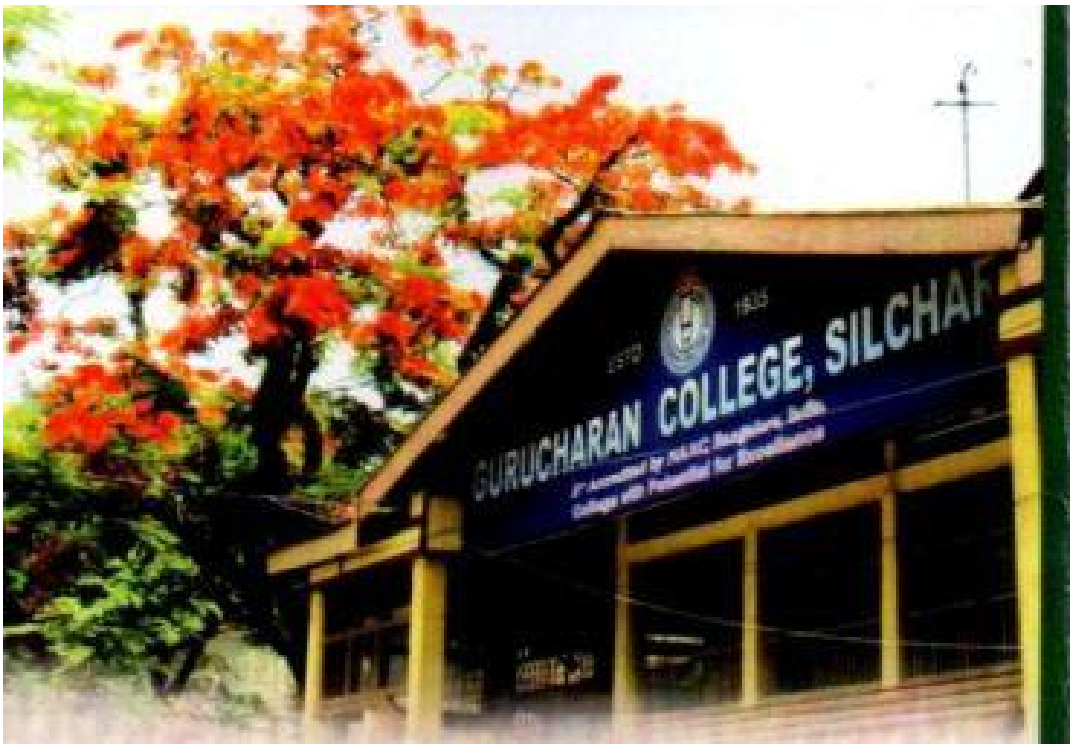

সবারে করি আহ্বান . . .

আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে গুরুচরণ কলেজের বাংলা বিভাগ আগামী ২২ ও ২৩ মে, ২০১৭ খ্রিঃ দুই দিন ব্যাপী এক জাতীয় পর্যায়ের আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ-এর অর্থানুকূল্যে আয়োজিত এই আলোচনাচক্রের বিষয়:

"উত্তর ঔপনিবেশিক বাংলা কথাসাহিত্য :
ইতিহাস ও সমাজ ভাবনার প্রেক্ষিতে"।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অধ্যাপক, গবেষক ও ছাত্রদের উক্ত আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করে মৌলিক গবেষণা নিবন্ধ পাঠ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে। ইতি -

ড০ বিভাস দেব
অধ্যক্ষ
গুরুচরণ কলেজ
সভাপতি
আলোচনাচক্র আয়োজক সমিতি।

ড০ মুনমুন ভট্টাচার্য
বিভাগীয় প্রধান,
বাংলা বিভাগ
গুরুচরণ কলেজ
সাংগঠনিক সম্পাদক
আলোচনাচক্র আয়োজক সমিতি।

এক নজরে গুরুচরণ কলেজ . . .

গুরুচরণ কলেজ রাষ্ট্রীয় মূল্যায়ন এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিরূপন পরিষদ (National Assessment and Accreditation Council) কর্তৃক 'A' গ্রেড প্রাপ্ত একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দক্ষিণ আসামের উচ্চশিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে তৎকালীন কাছাড় জেলার শিলচর শহরের কয়েকজন শিক্ষানুরাগীর উদ্যোগে ১৯৩৫ খ্রিঃ ১৫ জুলাই যাত্রা শুরু করেছিল গুরুচরণ কলেজ। দীর্ঘ ৮২ বছর পথ পরিক্রমার সুবাদে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন শিক্ষা ক্ষেত্রে অনন্য কৃতিত্বের দাবীদার। কলা, বিজ্ঞান ও বানিজ্য - এই তিনটি অনুষদে এখন রয়েছে ২৫টি বিভাগ। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৪২০০। স্নাতক স্তরে BBA কোর্সের পাশাপাশি রয়েছে বায়োইনফরমেটিক্স ডিপ্লোমা, ফরাসী ভাষা ও আবৃত্তিচর্চার সার্টিফিকেট কোর্সে পঠনের সুবিধা। অত্যাধুনিক কম্প্যুটার ল্যাবরেটরি, নৃতত্ত্বের সংগ্রহশালা, বায়োইনফরমেটিক্স সেন্টার, বায়োটেক হাব, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ বিভাগ, আধুনিক সুবিধাযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ, খেলার মাঠ, ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেল ইত্যাদি গুরুচরণ কলেজকে অন্য মাত্রায় উন্নীত করেছে। কলেজের উদ্দেশ্য ঃ

'To Strive, To Seek, To Find and not to Yield'.

ভাব সূত্র ঃ

ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হবার পর সমাজ ইতিহাস-অর্থনীতি-সংস্কৃতি ভাবনায় যে গুণগত পরিবর্তন ঘটছে তাই প্রতিফলিত হচ্ছে উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা কথাসাহিত্যে। স্বাধীনতার সূত্রেই ঘটেছে মর্মান্তিক দেশভাগ। ছিন্নমূল মানুষের জীবন-যন্ত্রণা, নতুন প্রেক্ষাপটে প্রাচীন ও নবীন রীতি-নীতির দ্বন্দ্ব, অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে শ্রমিক-কৃষকের গণআন্দোলন, মধ্যবিত্তের নানা সমস্যা, রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধ, নারী পুরুষের সম্পর্কের নানারূপ, আদিবাসীদের জীবন ও সংগ্রাম, আঞ্চলিক জনজীবনের নানা সমস্যা— এ রকম বহুবিধ বিষয় স্থান পেয়েছে উত্তর ঔপনিবেশিক বাংলা কথাসাহিত্যে। এরই মধ্যে বিশ্বায়নের অভিঘাতে ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রযুক্তির অগ্রগতির দৌলতে প্রান্তের সংস্কৃতি নিজস্বতা হারিয়ে ফেলছে।

দুই দিবসীয় জাতীয় পর্যায়ের এই আলোচনাচক্রের অন্বিষ্ট হল কথাসাহিত্যে নিহিত গভীর তাৎপর্য সমূহের উন্মোচনে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির প্রতি অভিনিবেশ কেন্দ্রীভূত করা। যেহেতু উপনিবেশ-উত্তর চেতনা বহুমাত্রিক পথে বিকশিত হচ্ছে, আমাদের প্রত্যাশা, গবেষকরা

নিজেদের জিজ্ঞাসা ঋদ্ধ প্রতিবেদনের মাধ্যমে যথাযথভাবে এর স্বরূপ উন্মোচনে প্রয়াসী হবেন।

উপ-বিষয় ঃ

১. তত্ত্বের আলোকে উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা কথাসাহিত্য।
২. দেশভাগের অভিঘাত ও বাংলা কথাসাহিত্য।
৩. উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা কথাসাহিত্যে নারীর কণ্ঠস্বর।
৪. উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা কথাসাহিত্যে আদিবাসীদের জীবন ও সংগ্রাম।
৫. উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা কথাসাহিত্যে রাজনৈতিক চেতনা।
৬. উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা কথাসাহিত্যে মানবিক সম্পর্কের স্বরূপ।
৭. উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা কথাসাহিত্যে বিশ্বায়নের প্রভাব।
৮. উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা কথাসাহিত্যে মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব।
৯. উত্তর-পূর্ব ভারতের উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা কথাসাহিত্য।
১০. বরাক উপত্যকার উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা কথাসাহিত্য।
১১. উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা কথাসাহিত্যে শ্রমিক-কৃষকের অবস্থান।
১২. উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক জীবন ও সমস্যা।

নিবন্ধ আহ্বান ঃ

উপরোক্ত যে কোন একটি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় গবেষণামূলক, তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধ লিখে শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্রদের এই আলোচনাচক্রে অংশ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সারাংশ ঃ

তিনশো (৩০০) শব্দের মধ্যে লিখিত গবেষণা নিবন্ধের সারাংশে নিবন্ধের নাম, লেখকের নাম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করে আগামী ৫ মে, ২০১৭ খ্রিঃ মধ্যে জমা দিতে হবে।

(মুদ্রণের পদ্ধতি ঃ Title - Font size - 14pt. (bold), Text - font size - 12pt., Times New Roman (MS Word)

সম্পূর্ণ নিবন্ধ ঃ

যথাযথ তথ্যসূত্র সম্বলিত অনধিক তিন হাজার (৩০০০) শব্দে লিখিত সম্পূর্ণ গবেষণা নিবন্ধ জমা দেবার শেষ তারিখ ১৫ মে, ২০১৭ খ্রিঃ। নিবন্ধে নিবন্ধকারের নাম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করতে হবে। সম্পূর্ণ নিবন্ধ ও সারাংশ নীচের যে কোন একটি ই-মেলে পাঠাতে হবে ঃ

mun3536@rediffmail.com

uroy.litt@gmail.com

গবেষণা নিবন্ধের একটি মুদ্রিত কপি নাম নথিভুক্ত করার সময় জমা দিতে হবে।

মুদ্রণের পদ্ধতি ঃ

Title -14 pt. (bold), Sub heading - 12pt. (bold)।

চারদিকে এক ইঞ্চি মার্জিন রেখে বাংলা নিবন্ধ STM Bengali Type Manager Software (Layout Pagemaker অথবা MS Word) এবং ইংরেজি নিবন্ধ MS Word অথবা Pagemaker এ মুদ্রণ করতে হবে।

নাম নথিভুক্ত করণের ফিজ্ ঃ

নিবন্ধ উপস্থাপক (শিক্ষক)	ঃ ১০০০/-
নিবন্ধ উপস্থাপক (গবেষক)	ঃ ৮০০/-
অংশ গ্রহণকারী	ঃ ৫০০/-
কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র	ঃ ৩০০/-

প্রকাশনা ঃ

আলোচনা চক্রে পঠিত নিবন্ধসমূহ পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা পরীক্ষিত হবার পর কার্যবিবরণী রূপে প্রকাশ করা হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

১. ড০ মুনমুন ভট্টাচার্য
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
ফোন ঃ ৯৪৩৫৩-৭৪০৯৭

২. ড০ অনামিকা চক্রবর্তী
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ফোন ঃ ৯৪০১৪-৬২৯৫০

৩. ড০ উত্তম রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ফোন ঃ ৯৬১৩৮-১৮০৭১

৪. ড০ প্রণয় ব্রহ্মচারী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ফোন ঃ ৯৮৫৪৪-০৫৫৭৭

৫. ড০ মলয় দেব
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ফোন ঃ ৭৮৯৬৩-২২৯৮৩

৬. ড০ উত্তম পালুয়া
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ফোন ঃ ৭০০২৭-১৫০৭৯

৭. সুরজিৎ পাল
আপাতকালীন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ফোন ঃ ৯৪০১৯-২৪৯৯৬

আয়োজকদের তরফে আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকারীদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তবে কোন অংশগ্রহণকারী আগে যোগাযোগ করলে এবিষয়ে সহযোগিতা করা হবে।

আলোচনাচক্র সম্পর্কিত সব ধরনের বিজ্ঞপ্তি এবং চূড়ান্ত প্রস্তুতির প্রতিটি পর্যায়ের সংবাদ ও নিয়ম-নীতি ইত্যাদি গুরুচরণ কলেজের ওয়েবসাইটে www.gurucharancollege.ac.in পাওয়া যাবে।